167

দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 JAN 1994
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান প্রেক্ষাপট

আবদুস সুবহান
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। উদ্দেশ্য, শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে এর পরিমাণগত সম্প্রসারণ এবং গুনগত উৎকর্ষ সাধন প্রাথমিক শিক্ষার ভৌত কাঠামোর উন্নয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সম্প্রসারণ। ১৯৯১ সালে ১লা জানুয়ারী প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্তন করা হয় ও প্রাথমিক শিক্ষাকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গঠন করা হয়। সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য অধিদপ্তর কিছু গতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেগুলোর মধ্যে বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে আনার ব্যবস্থাকরা, ভর্তি হওয়ার পর ছাত্র ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার রোধ করা, বিনামূল্যে বই বিতরণ করা ও এই সব কর্মসূচীর সংগে সমাজকে সম্পৃক্ত করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার লক্ষে সাধারণ শিক্ষার আওতাভূক্ত অন্যতম প্রকল্পগুলো হলো, ঢাকা, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প ও চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রকল্প। ১০,০০০ শ্রেণীকক্ষ পূনঃনির্মাণ, স্বল্প ব্যয়ে ১২,০০০ নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, ৩৬টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অফিস উন্নয়ন ও ৪৪ টি পিটিআই মেরামত ও পূনঃনির্মাণ, জাতীয় প্রাথমিক একাডেমী উন্নয়ন, চট্টগ্রামে একটি বিভাগীয় কমপ্লেক্স স্থাপন ও ২০০ টি স্যাটেলাইট স্কুল নির্মাণ সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের প্রধান কর্মসূচী।

আইডিএ, ইসলামীক উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্যে ১১৪৩ টি বিদ্যালয় পূনঃনির্মাণ ও ৪১৫২টি বিদ্যালয় মেরামতের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ১১৩০ টি বিদ্যালয় পূনঃনির্মাণ ও ৪০৫২ টি বিদ্যালয়ে মেরামতের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে।

১৯৯১ সালের ঘুর্ণিঝড় বিধ্বস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূনঃনির্মাণ ও মেরামতের জন্য এগিয়ে এসেছে আরও কিছু দাতা দেশ ও সংস্থা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, সৌদী সরকার, জাপান সরকার, এডিবি, ইইসি, আইডিবি ও ওপেক তাদের অন্যতম। এশীয় ব্যাংকের সহায়তায় ইতিমধ্যেই ১৬৯৬টি বিদ্যালয়ের মেরামত এবং ৫৯৩ টি বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

সৌদী সহযোগিতায় নির্মিত হচ্ছে বহুকিছু ব্যবহার্য ৩৩৩টি বিদ্যালয় এবং ইইসি'র সাহায্যে ১৫৩ টি স্কুল গৃহ নির্মাণ কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়েছে। ওপেক এর সাহায্যেও নির্মিত হচ্ছে ১৪০ টি বহুমুখী ব্যবহার্য বিদ্যালয়। আইডিবি'র সাহায্যে ভোলা জেলায় নির্মিত হবে ৪০টি বহুমুখী ব্যবহার্য বিদ্যালয়। ইইসি'র সাহায্যে ও ২০০ টি বিদ্যালয়ের পুণঃনির্মাণ হবে বহুমুখী ব্যবহার্য বিদ্যালয় হিসাবে। ৫০০টি ঘূর্ণীবিধ্বস্ত বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণের কাজও হাতে নিয়েছে আইডিবি। ইটালী সরকারও কিছু বহুমুখী ব্যবহার্য স্কুল নির্মাণ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

জনসাধারণকে প্রাথমিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণের কাজে উদারভাবে সহযোগিতা করছে ইউনিসেফ ও দাতা সংস্থা সমূহ ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যে বই পাচ্ছে। সারা দেশে বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে প্রয়োজনীয় পোষ্টার ফ্যাক্টুন পুস্তিকা। রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছে পড়াশুনা অনুষ্ঠান। টেলিভিশনে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রামগুলো চলছে। প্রামান্য চিত্রও তৈরী হচ্ছে ডি এফ পিতে।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার চাহিদা মিটানোর জন্য সরকারের রাজস্ব অর্থে বাস্তবায়িত হচ্ছে আরও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পের অধীনে গত অর্থ বছরে ১০৪৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনঃনির্মাণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং চলতি বছরে আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পুরনো বিদ্যালয়ের পূণঃনির্মাণ ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারী খরচে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ৮৮৩০টি নিবন্ধিত বেসরকারী বিদ্যালয়ের পূনঃনির্মাণ ও মেরামতের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে তার ১১৫২ টির কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়ে গেছে।

অধিদপ্তরে আরও একটি যুগান্তকারী কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচী হলো শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য। কর্মসূচীর অধীনে ৪৬০ টি থানার ৪৬০টি ইউনিয়নে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গম/চাল বিনামূল্যে নিয়মিত ভাবে দেয়া হচ্ছে। কারণ সে সব গরীব ছাত্র-ছাত্রীরাই এই সাহায্য পায় যাদের ক্লাসের উপস্থিতির হার ৮০%। এই কর্মসূচীতে গরীব অভিভাবক বৃন্দ তাদের শিশু সন্তানকে কাজে না পাঠিয়ে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হচ্ছেন। এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমাতে সহায়ক হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক সমস্যা নিরসনকল্পে ১৯৯৩ সালের নভেম্বর, ডিসেম্বর মাসে ১৭৫৯ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৫৮২৩ জন সহকারী শিক্ষককে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং অনতিবিলম্বে আরও ১৫০০ জন প্রধান শিক্ষক ও ৩৫০০ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ, নিয়োগকৃত শিক্ষকদের ৬০% মহিলা। ১৯৯০ থেকে '৯৩ এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট দু'লক্ষ তের হাজার দুইশত একষট্টি জন শিক্ষক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ক্লাষ্টার কর্মসূচীর অধীনে সারা বাংলাদেশেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাঠ্য এবং সহপাঠ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া চলছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর এখন চলছে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সি.ইন. এড এবং বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির প্রশিক্ষণ ও যথারীতি চলছে এই সব প্রশিক্ষণের দ্বারা শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দের গুণগত ও মানগত উৎকর্ষতার বাড়ছে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়নের উপরই নির্ভর করে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীর সাফল্য। এ ব্যাপারে সরকারী বেসরকারী সর্ব পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দের অনলস আত্মত্যাগী পরিশ্রম প্রয়োজন। অনাবিল দেশপ্রেম বুকে নিয়েই সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।